রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৩০, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৮ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং-৮৭ আইন/২০২৪।—সরকার, কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ ও ৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত "The Foreigners Act, 1946" এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল:—

(ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ এর অনূদিত বাংলা পাঠ)

ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬
(১৯৪৬ সনের ৩১ নং আইন)

[২৩ নভেম্বর, ১৯৪৬]

বিদেশি ব্যক্তি সম্পর্কিত কতিপয় ক্ষমতা সরকারের নিকট অর্পণকল্পে প্রণীত আইন [১]

যেহেতু বিদেশি ব্যক্তিগণের বাংলাদেশে প্রবেশ, অবস্থান এবং বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিবার বিষয়ে সরকার কর্তৃক কতিপয় ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধান করা সমীচীন;

[১] এই আইনের সর্বত্র "সরকার" এবং "বাংলাদেশ", শব্দগুলি যথাক্রমে, "কেন্দ্রীয় সরকার" এবং "পাকিস্তান" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ১২.০০

সেহেতু, এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি।**—(১) এই আইন ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—এই আইনে,—

(ক) "বিদেশি ব্যক্তি" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন;

(খ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(গ) "নির্দিষ্টকৃত" অর্থ কোনো নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ দ্বারা নির্দিষ্টকৃত।

৩। **আদেশ জারির ক্ষমতা।**—(১) সরকার, সাধারণভাবে অথবা সকল বিদেশি বা নির্দিষ্ট কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা নির্ধারিত কোনো শ্রেণি বা বর্ণনার বিদেশি ব্যক্তি সম্পর্কে, আদেশ দ্বারা, তাহাদের বাংলাদেশে প্রবেশ বা অবস্থান বা অবস্থান অব্যাহত রাখা বা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করা নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ বা সীমিত করিবার লক্ষ্যে বিধান করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:—

কোনো বিদেশি ব্যক্তি—

(ক) বাংলাদেশে প্রবেশ করিবেন না, বা কেবল নির্ধারিত সময়ে এবং রুট ও বন্দর বা স্থান দিয়া, এবং আগমনের সময় নির্ধারিত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে, বাংলাদেশে প্রবেশ করিবেন;

(খ) বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিবেন না, বা কেবল নির্ধারিত সময়ে এবং রুট ও বন্দর বা স্থান দিয়া, এবং প্রস্থানের সময় নির্ধারিত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে, বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিবেন;

(গ) বাংলাদেশে অথবা উহার কোনো নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করিবেন না;

(ঘ) বাংলাদেশের নির্ধারিত স্থানে সরিয়া আসিবেন এবং অবস্থান করিবেন;

(ঙ) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্ধারিত ও নির্দিষ্টকৃত শর্তাবলি প্রতিপালন করিবেন, যথা:—

(অ) নির্দিষ্ট কোনো স্থানে তাহার বসবাস;

(আ) তাহার চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা আরোপ:

(ই) তাহার পরিচয় সম্পর্কিত নির্ধারিত প্রমাণ দাখিল এবং নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে, সময় ও স্থানে এবং বিষয়ে নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান;

(ঈ) তাহার ছবি ও আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ এবং নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট এবং নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত সময় ও স্থানে তাহার হাতের লেখা ও স্বাক্ষরের নমুনা দাখিল;

(উ) নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত সময় এবং স্থানে স্বয়ং হাজির-হওয়া;

(ঊ) নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গের সহিত তাহার মেলামেশা নিষিদ্ধকরণ;

(ঋ) নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত প্রকৃতির কর্মকান্ডের সহিত নিজেকে জড়িত করা নিষিদ্ধকরণ;

(এ) নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত বস্তু নিজে ব্যবহার বা নিজের দখলে রাখা নিষিদ্ধকরণ;

(ঐ) নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত বিষয়ে তাহার কার্যক্রম অন্য কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ;

(চ) নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত যেকোনো বা সকল শর্ত বা সীমাবদ্ধতা পালনের অথবা বিকল্প হিসাবে প্রয়োগের জন্য, জামিনসহ বা ব্যতীত, মুচলেকা প্রদান করিবনে;

(ছ) গ্রেফতার হইবেন এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আটক বা অবরুদ্ধ থাকিবেন:

[১] [তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক সময় আটক রাখা যাইবে না যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন অথবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো তিন সদস্যের উপদেষ্টা-পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে উহার অধিক সময়ের জন্য আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।]

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধান কার্যকর করিবার জন্য, সরকারের মতে, সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সম্পূরক বিধান প্রণয়ন করা যাইবে।

[২] [***]

৪। **ইন্টার্নি**।—(১) যদি কোনো বিদেশি ব্যক্তির ক্ষেত্রে (অতঃপর ইন্টার্নি বলিয়া উল্লিখিত) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ছ) এর অধীন আটক বা অবরুদ্ধ রাখিবার কোনো আদেশ কার্যকর থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত স্থানে ও পদ্ধতিতে, এবং রক্ষণাবেক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, আটক বা অবরুদ্ধ রাখা যাইবে।

(২) যদি কোনো বিদেশি ব্যক্তির ক্ষেত্রে (অতঃপর প্যারোলে থাকা কোনো ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর অধীন কিছু সংখ্যক বিদেশি ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকার আবাসন। হইতে পৃথক কোনো স্থানে বসবাস করিবার কোনো আদেশ কার্যকর থাকে, তাহা হইলে তিনি উক্ত স্থানে বসবাস করিবার সময় তাহার প্রতি সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

---

[১] "শর্তাংশটি" পূর্ববর্তী শর্তাংশের পরিবর্তে বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা (৪) বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(৩) কোনো ব্যক্তি—

(ক) জ্ঞাতসারে কোনো ইন্টার্নি বা প্যারোলে থাকা ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে বা তাহার জন্য নির্ধারিত স্থান হইতে পালাইয়া যাইতে সহায়তা করিতে পারিবেন না অথবা জ্ঞাতসারে কোনো ইন্টার্নি বা প্যারোলে থাকা ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করিবেন না, অথবা

(খ) কোনো পালাইয়া যাওয়া ইন্টার্নি বা প্যারোলে থাকা ব্যক্তিকে আটক করিতে প্রতিরোধ, বাধা বা হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে কোনোরূপ সহযোগিতা করিবেন না।

(৪) সরকার, কোনো ইন্টার্নি বা প্যারোলে থাকা ব্যক্তিকে আটক বা অবরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে বাংলাদেশের এইরূপ কোনো স্থানে জনসাধারণের প্রবেশ এবং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, এবং কোনো ইন্টার্নি বা প্যারোলে থাকা ব্যক্তি রহিয়াছেন এইরূপ কোনো স্থানে নির্ধারিত কোনো বস্তু প্রেরণ বা উক্ত স্থান হইতে এইরূপ কোনো বস্তু অপসারণ নিষিদ্ধ করিবার লক্ষ্যে, আদেশ দ্বারা, বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫। **নাম পরিবর্তন।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে বাংলাদেশে ছিলেন এইরূপ কোনো বিদেশি ব্যক্তি উক্ত তারিখের পরবর্তীতে বাংলাদেশে অবস্থানকালে, যে কোনো উদ্দেশ্যে, উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে নামে সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন উহা ব্যতীত, অন্য কোনো নাম ধারণ বা ব্যবহার অথবা ধারণ বা ব্যবহার করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোনো বিদেশি ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে নামে বা উপাধিতে ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন উহা ব্যতীত, অন্য কোনো নামে বা উপাধিতে (এককভাবে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির সহযোগে) কোনো ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনা করেন বা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তিনি উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে সাধারণভাবে যে নামে পরিচিত ছিলেন উহা ব্যতীত, অন্য কোনো নাম ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে বাংলাদেশে ছিলেন না, তবে পরবর্তীতে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছেন এইরূপ কোনো বিদেশি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) ও (২) এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন উক্ত উপ-ধারায় এই আইন কার্যকর হইবার যে তারিখের উল্লেখ রহিয়াছে সেই তারিখ উক্ত বিদেশি ব্যক্তি যে তারিখে অতঃপর প্রথম বাংলাদেশে প্রবেশ করেন, সেই তারিখ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) "নাম" অর্থে পদবি/বংশনামও অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং

(খ) কোনো নামের বানান পরিবর্তন করা হইলে উক্ত নাম পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ে পূর্বানুমান বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি অনুসারে কোনো নাম; বা

(খ) কোনো বিবাহিত মহিলা কর্তৃক তাহার স্বামীর নাম।

৬। **জাহাজের মাস্টারের বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি।**—(১) বাংলাদেশের কোনো বন্দরে নোঙর করিয়াছে বা বাংলাদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছে এইরূপ কোনো জাহাজের মাস্টার, উক্ত বন্দরে আগত বা বন্দর হইতে যাত্রাকারী যাত্রীগণ, এবং বাংলাদেশের কোনো স্থানে অবতরণকারী অথবা উড্ডয়নকারী কোনো বিমানের পাইলট, উক্ত স্থানে আকাশপথে আগত বা উক্ত স্থান হইতে যাত্রাকারী যাত্রীগণ বা ক্রুর সদস্যগণের মধ্যে কোনো বিদেশি ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের সম্পর্কে নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিদেশি ব্যক্তি, যাত্রী বা ক্রুর সদস্য সম্পর্কে নির্ধারিত বিবরণ প্রদানপূর্বক একটি রির্টান দাখিল করিবেন।

(২) কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপার, এই আইন বা উহার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কোনো উদ্দেশ্যে, কোনো জাহাজের মাস্টার বা বিমানের পাইলটকে উক্ত জাহাজ বা বিমানের যাত্রী বা, ক্ষেত্রমত, ক্রুর সদস্যগণ সম্পর্কে নির্ধারিত তথ্য সরবরাহ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিল বা উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্দেশিত তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে, এইরূপ জাহাজ বা বিমানের কোনো যাত্রী এবং ক্রুর কোনো সদস্য, উক্ত জাহাজের মাস্টার বা বিমানের পাইলটের নিকট তৎকর্তৃক নির্দেশিত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) "জাহাজের মাস্টার" এবং "বিমানের পাইলট" অর্থে উক্ত মাস্টার বা, ক্ষেত্রমত, পাইলট কর্তৃক, তাহার উপর এই ধারার অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য, তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(খ) "যাত্রী" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি সরল বিশ্বাসে ক্রুর একজন সদস্য হিসাবে কোনো জাহাজে বা বিমানে ভ্রমণরত বা ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক।

৭। **প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে হোটেল তত্ত্বাবধায়ক ও অন্যান্যদের করণীয়।**—(১) কোনো ভবন, আসবাব, সজ্জিত হউক বা না হউক, যাহাতে কোনো আনুতোষিকের বিনিময়ে অবস্থান করা অথবা ঘুমাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহার তত্ত্বাবধায়কের করণীয় হইবে উক্ত ভবনে বিদেশি ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত তথ্য প্রদান করা।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় বর্ণিত তথ্য উক্ত ভবনে অবস্থানকারী সকল অথবা যে কোনো বিদেশি ব্যক্তি সম্পর্কে হইতে পারে এবং উহা, সময় সময়, অথবা যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, অথবা উপলক্ষ্যে, চাওয়া হইতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত তথ্য প্রদানের জন্য কোনো ভবনের তত্ত্বাবধায়ক যেরূপ চাহিবেন উক্ত ভবনে অবস্থানকারী প্রত্যেক বিদেশি ব্যক্তি উক্ত তত্ত্বাবধায়কের নিকট সেইরূপ তথ্য সংবলিত বিবরণ প্রদান করিবেন।

(৩) উক্তরূপ প্রত্যেক ভবনের তত্ত্বাবধায়ক উপ-ধারা (১) এর অধীন তৎকর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদির রেকর্ড রাখিবেন এবং উক্ত রেকর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং মেয়াদ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হইবে, এবং উহা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য সকল সময়ে উন্মুক্ত থাকিবে।

৮। **নাগরিকত্ব নির্ধারণ।**—(১) যদি কোনো বিদেশি ব্যক্তি একাধিক বিদেশি রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হন অথবা কোনো কারণে যদি কোনো বিদেশি ব্যক্তি কোন দেশের নাগরিক তৎমর্মে নিশ্চিত না হওয়া যায়, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিদেশি ব্যক্তি স্বার্থ বা সহানুভূতির দিক হইতে যে দেশের সহিত অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত প্রতীয়মান হইবে, তাহাকে সেই দেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে অথবা যদি তাহার নাগরিকত্ব অনিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে তিনি সর্বশেষ যে দেশের সহিত উক্তরূপে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাহাকে সেই দেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো বিদেশি ব্যক্তি জন্মসূত্রে কোনো দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করেন, তাহা হইলে সরকার, সাধারণভাবে বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ ঘোষণা না করিলে, তাহার উক্ত নাগরিকত্ব বহাল রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদিনা তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি নাগরিকত্ব গ্রহণ বা অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন এবং উক্তরূপে যে দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন তিনি অদ্যাবধি সেই দেশের সরকারের আশ্রয়লাভের অধিকারী হিসাবে স্বীকৃত রহিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নাগরিকত্ব সম্পর্কে প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো আদালতে এতৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা সংশ্লিষ্ট বিদেশি ব্যক্তিগণের আবেদনের ভিত্তিতে, উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে।

৯। **প্রমাণের দায়ভার।**—ধারা ৮ এর আওতাভুক্ত নহে এমন কোনো ক্ষেত্রে, যদি এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত কোনো আদেশ বা প্রদত্ত কোনো নির্দেশের বিষয়ে এই মর্মে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, কোনো ব্যক্তি বিদেশি ব্যক্তি কিনা অথবা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির বা বর্ণনার বিদেশি ব্যক্তি কিনা, তাহা হইলে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ব্যক্তি বিদেশি ব্যক্তি নহেন বা, ক্ষেত্রমত, কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির বা বর্ণনার বিদেশি ব্যক্তি নহেন, উহা প্রমাণের দায়ভার উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

১০। **এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।**—সরকার, আদেশ দ্বারা, এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণি বা বর্ণনার বিদেশি ব্যক্তিগণের প্রতি, বা তাহাদের কোনো বিষয়ে, এই আইনের বা উহার অধীন জারীকৃত আদেশের যেকোনো বা সকল বিধান, প্রযোজ্য হইবে না, অথবা নির্ধারিত শর্তাদি সাপেক্ষে, বা সংশোধন সহকারে, প্রযোজ্য হইবে।

১১। **আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদির কার্যকরতা প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) এই আইন দ্বারা বা এই আইনের অধীন বা এই আইন অনুযায়ী কোনো নির্দেশ প্রদান অথবা অন্য কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ, এই আইনে সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের অতিরিক্ত হিসাবে, এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বা করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে এবং এইরূপ বল প্রয়োগ করিতে বা করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা, উহার মতে, উক্ত নির্দেশ পালন নিশ্চিত করিবার জন্য অথবা উহার লঙ্ঘন প্রতিরোধ বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধন করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন হইবে।

(২) কোনো পুলিশ অফিসার এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বল প্রয়োগ করিতে পারিবে, যেরূপ, তাহার মতে, এই আইনের অধীন বা উহার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো আদেশ পালন নিশ্চিত করিবার জন্য অথবা উক্ত আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন প্রতিরোধ বা সংশোধন করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন অর্পিত ক্ষমতা দ্বারা উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তির উপর যে কোনো ভূমি অথবা অন্য যে কোনো প্রকারের সম্পত্তিতে প্রবেশের অধিকার অর্পিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। **কর্তৃত্ব অর্পণের ক্ষমতা।**—কোনো কর্তৃপক্ষ যাহাকে এই আইন দ্বারা বা উহার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো নির্দেশ বা সম্মতি বা অনুমতি প্রদান অথবা অন্য কোনো কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, উক্ত কর্তৃপক্ষ, সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, উহার অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে, শর্তসাপেক্ষে বা অন্য কোনোভাবে, উহার পক্ষে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে এবং উক্ত অধস্তন কর্তৃপক্ষ, উক্ত ক্ষমতার্পণপত্রে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, এই আইন দ্বারা বা উহার অধীন যে কর্তৃপক্ষকে উক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে সেই কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। **এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের চেষ্টা, ইত্যাদি।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলি অথবা উহার অধীন প্রণীত কোনো আদেশ বা প্রদত্ত কোনো নির্দেশ লঙ্ঘনের চেষ্টা করেন বা সহায়তা করেন বা সহায়তার চেষ্টা করেন অথবা লঙ্ঘনের প্রস্তুতিমূলক কোনো কাজ করেন, অথবা উক্ত আদেশ অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞাতসারে, বা অন্য কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধান বা উহার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও, উক্ত অন্য ব্যক্তিকে উক্তরূপ লঙ্ঘনের জন্য গ্রেফতার, বিচার অথবা শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ, বাধাপ্রদান অথবা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত লঙ্ঘনে সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) কোনো জাহাজের মাস্টার বা, ক্ষেত্রমত, কোনো বিমানের পাইলট, যাহার মাধ্যমে কোনো বিদেশি ব্যক্তি ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত কোনো আদেশ বা তদনুসারে প্রদত্ত কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করেন বা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করেন, তিনি যদি প্রমাণ করিতে না পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। **দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান অথবা উহার অধীন প্রণীত কোনো আদেশ অথবা এই আইন বা উক্ত আদেশ অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন; এবং উক্ত ব্যক্তি যদি ধারা ৩ এর উপ- ধারা (২) এর দফা (চ) অনুযায়ী কোনো মুচলেকা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার মুচলেকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে, এবং উহা দ্বারা কোনো বাক্তি উহার অর্থদণ্ড পরিশোধ করিবেন, অথবা কেন উক্ত দণ্ড পরিশোধ করা হইবে না, দণ্ড প্রদানকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎমর্মে কারণ দর্শাইবেন।

১৫। **এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির রক্ষণ।**—এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের জন্য বা কোনো কার্যের অভিপ্রায়ের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

১৬। **অন্যান্য আইনের প্রয়োগকে বারিত করিবে না।**—এই আইনের বিধানাবলি বিদেশি ব্যক্তি নিবন্ধন আইন, ১৯৩৯, পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলির অতিরিক্ত হইবে এবং উহাদের হানিকর হইবে না।

১৭। **[১৮৬৪ সনের ৩ নং আইন, ১৯৪০ সনের ২ নং আইন, ১৯৪৬ সনের ২১নং অধ্যাদেশ।**—বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd